HM Courts &
Tribunals Service

এফএল৭০১

জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ বা ফোর্সড ম্যারেজ প্রটেকশন অর্ডার্স

তারা আমাকে কীভাবে সুরক্ষা দিতে পারে?

তারা আমাকে কীভাবে সুরক্ষা দিতে পারে?

আপনার উপর যদি বিয়ে করতে জোরারোপ করা হয় অথবা আপনার জোরপূর্বক বিয়ে হয় তাহলে কীভাবে একটি জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ আপনাকে সাহায্য করতে পারে তা তোলে ধরা হয়েছে এই প্রচারপত্রে। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কে এই আদেশ পাওয়ার আবেদন করতে পারেন, আবেদনের জন্য আপনাকে কী কী করতে হবে এবং আদালত আপনার পাওয়ার পর কী ঘটবে।

জোরপূর্বক বিয়ে কী?

জোরপূর্বক বিয়ে হলো এমন ধরণের বিয়ে যেখানে উভয় পক্ষের পূর্ণ ও স্বাধীন সম্মতি ব্যতিরেকে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের মধ্যে শারীরিক বলপ্রয়োগ যেমন পড়ে, তেমনি মানসিক চাপ তৈরি, হুমকি-ধামকি অথবা মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়নও বলপ্রয়োগ হিসেবে বিবেচ্য। জোরপূর্বক বিয়ে আর পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়ে এক নয়। পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়েতে বর/কণে বাছাই করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা নেয় পরিবার, তবে বর/কণের স্বাধীন ইচ্ছা এবং সম্বন্ধটি মঞ্জুর করার অথবা প্রত্যাখানের সুযোগ থাকে।

একটি জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ কীভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারে?

একটি জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ আপনাকে সাহায্য করতে পারে, যদি আপনাকেঃ

- জোর করে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়; অথবা
- ইতিমধ্যে আপনার জোরপূর্বক বিয়ে হয়ে গেছে।

প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশটি হবে অনন্য। এই আদেশের মধ্যে থাকবে কাউকে আইনত মানত বাধ্য এমন কতগুলো শর্ত ও নিদের্শনা, যার উদ্দেশ্য জোরপূর্বক বিয়ে করাতে চাওয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আচরণে পরিবর্তন আনা। এই আদেশের লক্ষ্য হলো যে ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা দেওয়া হয়েছে, তাকে সুরক্ষা দেওয়া। আদালত জরুরিভাবে কোনো আদেশ দিতে পারবে, যাতে ঝটপট সেই সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

আদালত যা করতে পারেঃ

- যে ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা দেওয়া হয়েছে, তাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ দিতে পারে

জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের আবেদন করা যায় পুলিশি তদন্ত অথবা অন্য কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম চলার পাশাপাশি একই সময়ে। কোনো ব্যক্তি আদালতের আদেশ অমান্য করলে তাকে আদালত অবমাননার দায়ে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে; আবার জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনও একটি ফৌজদারি অপরাধ, যার সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড।

আদেশ প্রদানের জন্য আবেদন কোথায় করতে পারি?

জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ প্রদানের আবেদন করা যাবে পারিবারিক আদালতে [ফ্যামেলি কোর্ট]; এটা ইংল্যান্ড ও ওয়েলস বিদ্যমান। এই আবেদন বেশ কয়েকটি আদালত কেন্দ্রে [কোর্ট সেন্টার] করা যায়। এই ধরণের আবেদন যেসব আদালত কেন্দ্রে করা যায় তার একটা তালিকা প্রচারপত্রের শেষভাগে দেওয়া আছে।

আদেশের জন্য কে আবেদন করতে পারে?

- যে ব্যক্তিকে আদেশের দ্বারা সুরক্ষা দেওয়ার কথা
- সংশ্লিষ্ট কোনো তৃতীয় পক্ষ
- আদালতের অনুমতিসাপেক্ষে অন্য যে কোনো ব্যক্তি।

অন্যের পক্ষে আবেদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষ নিয়োগপ্রাপ্ত হোন লর্ড চ্যান্সেলরের দ্বারা।

প্রাপ্তবয়স্ক অথবা ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুরা জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের আবেদন করতে পারে। শিশুরা তাদের সহায়তার জন্য 'কাছের বন্ধু' অথবা অন্য কাউকে সাথে রাখতে পারে, তবে আইনি প্রতিনিধি থাকলে অথবা আদালত রাজি হলে না থাকলেও চলবে।

আদালতে আসার ব্যাপারে উদ্বেগ থাকলে

আপনার উদ্বেগের কথা আবেদনপত্রে উল্লেখ করুন অথবা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোর্ট ডেলিভারি ম্যানেজারকে লিখিতভাবে জানান। নতুবা আপনার আবেদনের শুনানি বিলম্বিত হতে পারে।

আদালত যা যা প্রদান করতে সক্ষম হতে পারে:

- আদালতে আলাদা অপেক্ষাগার;
- আদালতে আলাদা প্রবেশ ও প্রস্থানদ্বার;
- ভীতসন্ত্রস্ত সাক্ষীর জন্য আদালতে প্রবেশ সহজতর করার জন্য আদালত প্রাঙ্গণে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা।

কিছু কিছু আদালতে সাক্ষী সুরক্ষা ব্যবস্থাও পাওয়া যেতে পারে।

আদালতকক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে উদ্বিগ্ন বোধ করলে

- আপনার উদ্বেগের কথা আবেদনপত্রে উল্লেখ করে আদালতকে অবহিত করুন। আদালত ঠিক করবে কোন ব্যবস্থা যথাযথ হবে এবং আদালত আদেশ দিতে পারে:

- পর্দা টানানোর জন্য, যাতে সাক্ষীগণ আদালতে বিবাদীদের দেখতে না পারে তা নিশ্চিত করা যায় (এই ধরণের মামলায় বিবাদী হলেন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যিনি কাউকে জোরপূর্বক বিয়ে করানোর চেষ্টা করেছেন বলে অভিযুক্ত)। আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়া চারপাশ থেকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়, যাতে প্রমাণাদি হাজির করার সময় সাক্ষী বিবাদীকে দেখতে না পারে আর বিবাদীও সাক্ষীকে না দেখতে পারে।

- ভিডিও রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ – শুনানির আগে ধারণকৃত সাক্ষীর সাক্ষাৎকারকে শুনানির সময়ে সাক্ষীর প্রধান সাক্ষ্য হিসেবে দেখানোর ব্যবস্থা করা। অর্থ্যাৎ, সাক্ষী ইতিমধ্যে যা বলেছে তা আবার আদালতে নতুন করে বলতে হবে না, তবে প্রয়োজনে জেরার জন্য তাকে অবশ্যই পাওয়া সম্ভবপর হতে হবে।

- লাইভ টিভি/ভিডিও লিংকের মাধ্যমে সাক্ষীকে আদালতকক্ষের বাইরে থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া—এভাবে টিভি লিংকের মাধ্যমে আদালত দালানের অন্য কক্ষ থেকে অথবা অন্য কোনো দালান থেকে সাক্ষী তার সাক্ষ্য দিতে পারবেন। যদিও আদালতকক্ষে সাক্ষী স্বশরীরে হাজির হবেন না, তবে আদালতে উপস্থিত সবাই টিভি পর্দায় সেই সাক্ষ্যপ্রদান দেখতে পারবেন।

প্রতিটি ক্ষেত্রে আদালতই ঠিক করবে কোন ব্যবস্থাটি সেই মামলার প্রেক্ষিতে যথাযথ।

আদালত নিম্নোক্ত আরো কিছু সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হতে পারে:

- আপনার যদি প্রতিবন্ধিতা থাকে এবং সহায়তা কিংবা বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহলে আদালতে যোগাযোগ করে জানতে চান কী ধরণের সহায়তা পাওয়া যাবে। আদালত কেন্দ্র ও তাদের টেলিফোন নম্বরের একটি তালিকা এই প্রচারপত্রের শেষভাগে দেওয়া আছে।

- আপনি যদি ইংরেজিভাষী না হোন আর তাই আপনার দোভাষী দরকার হয়, তাহলে তা আদালতকে জানাতে হবে; যাতে আদালত আপনার ভাষা-উপভাষা সনাক্ত করে দোভাষীর ব্যবস্থা করতে পারে।

কি পরিমাণ খরচ করতে হবে?

নিজের জন্য অথবা অন্য কারো পক্ষে জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের আবেদনে কোনো আদালত ফি দিতে হয় না। একইভাবে, আদালত ফি নাই আপনার মামলার সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত কোনো কার্যপ্রক্রিয়ার জন্য; যেমনঃ

- আদেশের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের কিংবা আদেশ রদের আবেদন

- যে ব্যক্তি আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করেছে তাকে কিভাবে মোকাবেলা করা উচিৎ, তা বিবেচনার জন্য পারিবারিক আদালতে আবেদন

- আদালতের আদেশ জারি করতে একজন কর্মচারী প্রেরণের অনুরোধ

আমি কি আইনি সহায়তা পেতে পারি?

হ্যাঁ। জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের আবেদনে এবং কোনো আদেশ লঙ্ঘিত হলে আইনি সহায়তা পাওয়া যায়। কোনো আইনজীবী, অথবা আইন কেন্দ্রের কোনো সদস্য কিংবা সিটিজেনস অ্যাডভাইস ব্যুরো আপনাকে পরামর্শ দিতে পারবে, আপনার মামলাটি জোরালো কিনা। আইনি সহায়তা এবং কিভাবে আইনি উপদেষ্টা খোঁজে নেবেন সেসব ব্যাপারে আরো তথ্য পাওয়া যাবে অনলাইনে www.gov.uk/legal-aid ওয়েবঠিকানায় অথবা ০৮৪৫ ৩৪৫ ৪ ৩৪৫ নম্বরে (সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০টা পর্যন্ত) ফোন করে।

আমি নিজে নিজে জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের আবেদন করতে পারি?

হ্যাঁ, অথবা আপনার জন্য কাজটি করে দিতে কোনো আইনজীবীর দ্বারস্থ হতে পারেন। আপনি নিজেই আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট সব ফরম ও এজাহার নিজে পূরণ করা এবং আদালতে মামলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করার জন্য অবশ্যই আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

আপনার ফরম পূরণ করা দরকার, অথচ সাহায্য করার মতো কোনো বন্ধু কিংবা আত্মীয় নাই—এমন ক্ষেত্রে আপনার কোনো আইনজীবীর কাছে দেখা করা অথবা সিটিজেন্স অ্যাডভাইস ব্যুরোতে যাওয়া উচিৎ। আদালতের কর্মচারী আপনাকে আদালতের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করে সহায়তা করতে পারেন, কিন্তু তারা একেকটা মামলার দোষগুণ বিচার করে আইনি পরামর্শ দিতে পারেন না, কিংবা মামলার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কেও উপদেশ দিতে সক্ষম নন।

কী কী ফরম দরকার হবে?

- **জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের** একটি আবেদন (**ফরম এফএল৪০১এ**)

- অন্য কারো পক্ষে আবেদন করার জন্য আপনার যদি আদালতের অনুমতি দরকার হয়, তাহলে ফরম এফএল৪৩০ পূরণ করুন। এটি 'অ্যাপ্লিকেশন ফর লিভ টু অ্যাপ্লাই ফর অ্যা ফোর্সড ম্যারেজ প্রটেকশন অর্ডার' নামে পরিচিত।

এই সব ফরম বিনামূল্যে পাওয়া যায়। যেসব আদালত কেন্দ্র জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ নিয়ে কাজ করে তাদের যে কোনোটা থেকে এই সব ফরম সংগ্রহ করা যায় (সেই সব আদালত কেন্দ্রের একটি তালিকা এই প্রচারপত্রের শেষভাগে দেওয়া আছে) অথবা আমাদের ওয়েবসাইট **hmctsformfinder.justice.gov.uk** থেকেও এগুলো ডাউনলোড করা যায়।

জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের জন্য আবেদন করা

আদেশের দ্বারা সুরক্ষা পাবে যে ব্যক্তি সেটা যদি আপনিই হোন অথবা আপনি যদি হোন সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষ (লর্ড চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত), তাহলে আপনার উচিৎ ফরম **এফএল৪০১এ** পূরণ করা। এটি **অ্যাপ্লিকেশন ফর অ্যা ফোর্সড ম্যারেজ প্রটেকশন অর্ডার** নামে পরিচিত। কীভাবে ফরমটি পূরণ করবেন তা আরো বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন **এফএল৪০১এ** ফরমের উল্টোদিকে। সব বিবাদীকে দেওয়ার জন্য আপনার পর্যাপ্ত অনুলিপির দরকার হবে।

- আদালত কীভাবে আপনার সুরক্ষা দেবে [যেমন দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া থামানো, যেন আপনাকে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক বিয়ে দিতে না পারে] বলে প্রত্যাশা করেন, তা বিস্তারিত উল্লেখ করুন।

- কোনো বলপ্রয়োগ কিংবা হুমকি দেওয়া হয়ে থাকলে তা বিস্তারিত উল্লেখ করুন।

- আপনার ঠিকানা অথবা আবেদনে উল্লেখিত কারোর ঠিকানা বিবাদীদের না জানাতে চাইলে "**ফরম সি৮ কনফিডেনশিয়াল অ্যাড্রেস**" পূরণ করুন। এই ফরমটি পেতে পারেন এই প্রচারপত্রে উল্লেখিত আদালত কেন্দ্র অথবা আমাদের ওয়েবসাইট hmctsformfinder.justice.gov.uk থেকে।

- আপনি যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষে আবেদন করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই **ফরম এফএল৪৩০ অ্যাপ্লিকেশন ফর লিভ টু অ্যাপ্লাই ফর অ্যা ফোর্সড ম্যারেজ প্রটেকশন অর্ডার** পূরণ করে আদেশের আবেদন করার জন্য আদালতের অনুমতি চাইতে হবে।

- আপনি যদি জরুরি পরিস্থিতিতে [নিচে দেখুন] বিবাদীদের নোটিশ না পাঠিয়েই আপনার আবেদনের শুনানি করাতে চান, তাহলে শপথ নিয়ে একটি এজাহার দিন।

দ্রুত আদেশ দরকার হলে কী করা উচিৎ?

আদালতের কাছে আপনার আবেদন সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য এবং বিবাদীদের কাছে কোনো দলিলপত্র না পাঠিয়েই আদেশ দেওয়ার জন্য বলতে পারেন। এটা 'এক্স-পার্টি' কিংবা 'বিনা নোটিশে আদেশ' নামে পরিচিত।

বিনা নোটিশে আদেশ যদি কোনো বিচারক প্রদান করেন, তাহলে আপনাকে আদালতে হাজির হতে আরেকটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে। এই অ্যাপয়েন্টমেন্টে বিবাদীরা হাজির থাকতে পারবেন, যাতে বিচারক তখন সবার কথা শুনতে পারবেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আরেকটি আদেশ প্রদানের দরকার আছে কিনা।

আপনি যদি বিনা নোটিশে আদেশের আবেদন করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে শপথ করে এজাহার দিতে হবে। আপনি যদি নিজের জন্য নিজে আদেশের আবেদন করে থাকেন তাহলে একটা লিখিত এজাহার পেশ করেন। এজাহারে তোলে ধরুন কেন আপনার সুরক্ষা দরকার। আপনার এফএল৪০১এ ফরমের সাথে সেটা আদালতে জমা দিন। আপনার পূরণকৃত এজাহারের ব্যাপারে আদালতে আপনাকে হলফ করে বলা উচিৎ। অর্থ্যাৎ আদালতের একজন কর্মচারীর উপস্থিতিতে আপনাকে এজাহারে সই করতে বলা হবে এবং শপথ করে নিশ্চিত করতে হবে যে এজাহারে বর্ণিত তথ্য সত্য।

ফরম পূরণের পর আমার কী করা উচিৎ?

- পূরণকৃত ফরম ও অনুলিপিসমূহ আদালতের কাছে জমা দেওয়া উচিৎ।

আদালতের কাছে ফরম জমা দেওয়ার পর কি ঘটবে?

- আদালত ফরমগুলো যাচাই করবে এবং আপনাকে একটি **জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের (এফএল৪০২এ)** নোটিশ অব প্রসিডিংস দিবে। এটাতে উল্লেখ থাকবে বিচারকের সামনে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ।

- ফরমে প্রদর্শিত তারিখে আদালতে হাজির হওয়া আপনার নিজের স্বার্থেই। আপনার মামলার স্বার্থে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপকারী বলে মনে করবেন তা আদালতে পেশ করতে আপনার প্রস্তুত থাকা উচিৎ।

- আবেদন ফরম (এফএল৪০১এ) এবং নোটিশ অব প্রসিডিংস (এফএল৪০২এ) অবশ্যই বিবাদী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে দিতে হবে। কোনো আইনজীবী যদি আপনাকে সহায়তা দিতে থকে, তাহলে ফরমগুলো তার কাছে পাঠানো হবে অন্যদেরকে দেওয়ার জন্য।

- আপনার হয়ে দলিলাদি পাঠানোর জন্য আপনি আদালতকে বলতে পারেন। এজন্য আদালত আপনাকে একটা ফরম পূরণ করতে বলতে পারে। তখন আপনার আবেদনের অনুলিপি ও অন্যান্য দলিলপত্র আদালতের একজন কর্মচারীর মাধ্যমে অন্যদের কাছে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করবেন।

নিজে দলিলপত্র পাঠাতে হলে কী করা উচিৎ?

বিবাদী, যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে মামলার কার্যক্রম চলবে (সে যদি বাদী না হয়) তাকে এবং আদালতের কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো ব্যক্তিকে আপনার আবেদনের শুনানি শুরুর অন্তত ২ দিন আগে আবেদন ফরম এফএল৪০১এয়ের অনুলিপি আর সেই সাথে **নোটিশ অব প্রসিডিংস ফরম এফএল৪০২এ**তে উল্লেখিত কোনো শুনানি অথবা অ্যাপয়েন্টমেন্টের নির্দেশনার নোটিশ পৌছে দেওয়ার জন্য কারোর (যেমন কোনো প্রসেস সার্ভারের) ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে আপনাকেই করতে হবে। তবে, আদালত চাইলে এই সময়কাল কমাতেও পারে।

এসব দলিলপত্র পাঠানোর পর আপনাকে পূরণ করতে হবে **স্টেইটমেন্ট অব সার্ভিস ফরম (এফএল৪১৫)** এবং তা আদালতে জমা দিতে হবে। ফরম এফএল৪১৫তে উল্লেখ করা থাকে কাকে, কীভাবে এবং কোথায় দলিলপত্র দেওয়া হয়েছে এবং কবে ও কোন সময়ে তা পৌছে দেওয়া হয়েছে। এই ফরমটি সংগ্রহ করা যাবে এই প্রচারপত্রে প্রদত্ত আদালত কেন্দ্রের তালিকার যে কোনোটি থেকে অথবা আমাদের ওয়েবসাইট hmctsformfinder.justice.gov.uk থেকে।

যাদেরকে দলিলপত্র পাঠাতে হবে তাদের ঠিকানা যদি আপনি খোঁজে না পান অথবা যদি প্রতীয়মান হয় তারা এগুলো এড়াতে চাইছে, তাহলে আপনি আদালতকে অন্য কোনো উপায়ে (যেমন, কর্মক্ষেত্রে) তা পাঠাতে বলতে পারেন।

শুনানিতে কী ঘটবে?

জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের আবেদনে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে একান্তে (সাধারণত বলা হয়ে থাকে 'চেম্বারে'), যদি না আদালত অন্য কোনো নির্দেশনা প্রদান করে। শুনানি রেকর্ড করা হবে। সহায়তা করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি—যেমন কোনো বন্ধু অথবা পরামর্শক—হাজির থাকা অনুমোদন করতে পারে আদালত। বাদীকে আদালতে মৌখিক সাক্ষ্য দিতে হতে পারে। মামলার জটিলতা এবং বিবাদী অভিযোগ অস্বীকার করছেন কিনা তার উপর ভিত্তি করে শুনানির দৈর্ঘ্য কম-বেশি হতে পারে।

বিচারক উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করার পর নিচের যেকোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন:

- আপনার এবং সব বিবাদীর ব্যাপারে আরো তথ্য দরকার। বাড়তি কি তথ্য দিতে হবে তা আপনাকে জানানো হবে।

- আরো তথ্য দরকার, তবে বাড়তি তথ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত বিচারক একটি খণ্ডকালীন (অন্তর্বর্তী) আদেশ দিতে প্রস্তুত। আপনাকে একটি নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং একটি অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান করা হবে এবং বলা হবে বাড়তি কী তথ্য দিতে হবে।

- বিচারক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি আদেশ দিতে প্রস্তুত, আর সেই সময়ের পর আদালত মামলাটি পুনর্বিবেচনা করবে। আপনাকে নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ এবং আদালতের আদেশের একটা অনুলিপি প্রদান করা হবে।

- বিচারক আদেশ দিতে প্রস্তুত। আদেশের বলবৎ থাকবে যতদিন না আপনি অথবা বিবাদী মামলাটি পুনর্বিবেচনা করার আবেদন না করবেন। আদেশের একটি অনুলিপি আপনাকে প্রদান করা হবে।

- কোনো আদেশ না দিয়ে বরং সম্মত শর্তের ভিত্তিতে বিবাদীর কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া (নিচে দেখুন)।

‘মুচলেকা’ কি?

কিছু কাজ করা অথবা না করার ব্যাপারে আদালতে অঙ্গীকার করাকে বলা হয় মুচলেকা দেওয়া। মুচলেকা ভাঙ্গা মানে আদালতের অবমাননা এবং এর শাস্তি সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড।

শুনানির পর কী হয়?

আদালত জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ দিয়ে থাকলে বাদী সেই আদেশ এবং আদালতের অন্য কোনো দলিল সম্ভবপর দ্রুততম সময়ে বিবাদী, যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আদালতের কার্যক্রম চলেছে তাকে (সেটা যদি বাদী না হন) এবং আদেশে অন্য যে যে ব্যক্তির নাম নেওয়া হয়েছে তাদের সবাইকে পাঠাবেন। আপনার হয়ে এই সব দলিলপত্র পাঠাতে আপনি আদালতকে বলতে পারেন (নিচে দেখুন)।

আপনাকে অবশ্যই পুলিশকেও আদেশটি পাঠাতে হবে। সাথে একটি আপনার একটি বৃবতিও পাঠাতে হবে, সেখানে দেখাতে হবে যে আপনি বিবাদী এবং আদালতের নির্দেশিত অন্য ব্যক্তিদেরকে আদেশটি পাঠিয়েছেন অথবা আদেশের বক্তব্য অবহিত করেছেন। আদেশের দ্বারা সুরক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ঠিকানা যে পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন সেই পুলিশ স্টেশনে একটি আদেশ ও বিবৃতি প্রেরণ করা উচিৎ, যদিনা আদালত অন্য কোনো পুলিশ স্টেশনের নাম সুনির্দিষ্ট করে দেয়। আপনার হয়ে এই সব দলিলপত্র পাঠানোর জন্য আপনি আদালতকে বলতে পারেন (নিচে দেখুন)।

আদেশে পরিবর্তন আনতে, মেয়াদ বাড়াতে কিংবা রদ করতে কী করব?

পরে কোনো এক সময় আপনি জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশে পরিবর্তন সাধনে, মেয়াদ বাড়াতে কিংবা আদেশ রদ করতে আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনাকে পূরণ করতে হবে **এফএল৪০৩এ** ফরমটি। এটি অ্যাপ্লিকেশন টু ভেরি, এক্সটেন্ড অর ডিসচার্জ অ্যা ফোর্সড ম্যারেজ প্রটেকশন অর্ডার নামে পরিচিত।

বিবাদী যদি আদেশ না মানে তাহলে?

জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের ঘটনা পারিবারিক আদালত অথবা ফৌজদারি আদালতে বিচার্য। ফ্যামিলি ল অ্যাক্ট ১৯৯৬ এর ৬৩সিএ ধারার আওতায় (এটি কার্যকর হয় ২০১৪ সালের ১৬ জুন), আদেশ লঙ্ঘন একটি ফৌজদারি অপরাধ যার সর্বোচ্চ শাস্তি ৫ বছরের কারাদণ্ড। এর মানে, কোনো ব্যক্তি আদেশ মানতে ব্যর্থ হলে (অথবা ‘লঙ্ঘন করলে’), আদালত কর্তৃক গ্রেপ্তারের ক্ষমতা প্রাপ্তি ব্যতিরেকেই অথবা বাদী কর্তৃক পারিবারিক আদালতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন না করা হলেও, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

আদেশ লঙ্ঘনের পুলিশি তদন্তের পর ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস সিদ্ধান্ত নেবে মামলাটি পরিচালনা করবে কিনা। সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটর্সের দ্বি-স্তর পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয়: সাজা দেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কিনা; আর যদি থাকে তাহলে বিচারটি জনস্বার্থে কিনা।

তবে, আপনি যদি ফৌজদারি পথে আদেশ লঙ্ঘনের মোকাবেলা না করতে চান, অথবা ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস বিচার না করার সিদ্ধান্তে পৌছে, তাহলে আপনি পারিবারিক আদালতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করতে পারেন। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদনের সাথে অবশ্যই একটি হলফনামা দিতে হবে, যেখানে স্পষ্ট করা হবে কীভাবে আদেশ অথবা মুচলেকা লঙ্ঘন করা হয়েছে। আবেদনটি অবশ্যই এফএল৪০৭এ ফরম ব্যবহার করে করতে

হবে। এটি **ওয়ারেন্ট অব অ্যারেস্ট ফোর্সড ম্যারেজ প্রটেকশন অর্ডার্স** নামে পরিচিত। এ আবেদনের জন্য ফি দিতে হতে পারে।

যেখানে কোনো ব্যক্তি আদালতের কোনো আদেশ লঙ্ঘন করে অথবা অবমাননা করে, সেখানে আদালত তার আদালত অবমাননা সম্পর্কিত ক্ষমতার অধীনে সেই ব্যক্তির মোকাবেলা করবে। এক্ষেত্রে আদালত সেই ব্যক্তিকে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারে।

সুতরাং, ফৌজদারি আদালতের চৌহদ্দিতে থেকে আদেশ লঙ্ঘনকে মোকাবেলা করার জন্য আপনি পুলিশ ঢাকতে পারেন, অথবা পারিবারিক আদালতে আবেদন করে আদেশ লঙ্ঘনকে আদালত অবমাননা হিসেবে মোকাবেলা করতে পারেন।

তবে, কোনো ব্যক্তি যদি আদেশ লঙ্ঘনে ফৌজদারি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তাকে আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়া যায় না এবং এর উল্টোটাও সত্য।

আদেশর আবেদন না করতে চাইলে আরো সাহায্য কি পেতে পারি?

আপনি ফোর্সড ম্যারেজ ইউনিটের (এফএমইউ) গোপনীয় হেল্পলাইন ০২০ ৭০০৮ ০১৫১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। এফএমইউ একটি ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস/হোম অফিসের যৌথ টিম, যা জোরপূর্বক বিয়ের সম্মুখীন অথবা জোরপূর্বক বিয়ের শিকার ব্যক্তিদের বাস্তব সহায়তা ও তথ্য প্রদান করে। সব তথ্য সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।

জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের আবেদন করা যায় এমন আদালত কেন্দ্রের তালিকা

জোরপূর্বক বিয়ে সুরক্ষা আদেশের আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করে পারিবারিক আদালত। নিম্নোক্ত তালিকার কোনো একটি আদালত কেন্দ্রে যে পারিবারিক আদালত বসে তার বরাবর আবেদন পাঠানো উচিত। আদালত কেন্দ্রগুলো সাধারণত সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

England

WC1V 6NP

020 7421 8594

Birmingham Civil and Family Justice Courts

Priory Courts

33 Bull Street Birmingham

West Midlands

England

B4 6DS

0300 123 1751

Blackburn County Court and Family Court

64 Victoria Street

Blackburn

Lancashire

England

BB1 6DJ

01254 299840

Bradford Combined Court

Bradford Law Courts

Exchange Square

Drake Street

Bradford

West Yorkshire

England

BD1 1JA

01274 840274

Bristol Civil and Family Justice Centre

Greyfriars

Lewins Mead

Bristol

England

BS1 2NR

0117 366 4800

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

South Wales

Wales

CF10 1ET

029 20376400

Derby Combined Court

Morledge

Derby

Derbyshire

England

DE1 2XE

01332 622600

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

West Yorkshire

England

LS1 3BG

0113 306 2800

Leicester County Court

90 Wellington Street

Leicester

Leicestershire

England

LE1 6HG

0116 222 5700

Luton County Court and Family Court

2nd Floor Cresta House

Alma Street

Luton

Bedfordshire

England

LU1 2PU

0300 123 5577